যুগান্তর

তারিখ 03 SEP 2018
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল

সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক পড়ান তথ্যপ্রযুক্তি

জিয়াউল গনি সেলিম, *রাজশাহী ব্যুরো*

নগরীর নামকরা স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল। এই স্কুলের সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক শাহাদাত হোসেন। তবে তিনি শুধু সামাজিক বিজ্ঞানই পড়ান, তাই-ই নয়। পড়াচ্ছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মতো বিষয়ও। জানালেন, সরকারিভাবে দু'দিনের প্রশিক্ষণ নিয়েই বিষয়টি পড়াতে শুরু করেন তিনি। কিন্তু ওই প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত না হওয়ায় নিজ উদ্যোগেই রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর কাছে কম্পিউটারের কাজ শিখে এসে ক্লাসে পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন, এভাবে আসলে ক্লাসে পড়ানো যায় না। শিক্ষার্থীদের কিছু শেখানো যায় না। এভাবে শিক্ষাদান আসলে ঠিকও নয়। এই বিষয়ের কাজই হল ব্যবহারিক। এজন্য অন্য বিষয়ের শিক্ষককে এনে ২-১ দিনের ট্রেনিং দিলেই হয়ে যাবে না। এজন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক।

জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো একাডেমিক ডিগ্রি না থাকলেও বাধ্য হয়েই ক্লাস নিচ্ছেন। এতে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখছে তা নিয়ে প্রশ্ন খোদ শিক্ষকদেরই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের কারণে এ বিষয়ে তেমন কিছুই শিখতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। অপরদিকে পড়ান : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে মাল্টিমিডিয়ায় পাঠদান চলছে — যুগান্তর

পড়ান : তথ্যপ্রযুক্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমিক পর্যায়ে এবারই প্রথম গণিতকে সৃজনশীল পদ্ধতির আওতায় আনায় চরম বিপাকে শিক্ষার্থীরা। গণিতের সৃজনশীলকে 'উদ্ভট চিন্তা' বলেও মন্তব্য করেছেন শিক্ষকরা। প্রধান শিক্ষক ড. নূরজাহান বেগম বলেন, গণিত মানেই সৃজনশীল। নতুন করে এর আর কী প্রয়োজন। আগে শিক্ষার্থীদের ফলাফলে দেখা গেছে, ইসলাম ধর্ম ও সামাজিক বিজ্ঞানে এ প্লাস থাকত না। এখন তো গণিতেই এ প্লাস থাকছে না। গণিতকে এখন সবাই কঠিন মনে করছে।

মাধ্যমিক স্তরে সম্প্রতি কয়েকটি নতুন সাবজেক্ট (বিষয়) যোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে— কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শারীরিক শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা। কিন্তু এসব বিষয়ের জন্য আলাদাভাবে কোনো দক্ষ শিক্ষক স্কুলগুলোতে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে অন্য বিভাগের শিক্ষকরাই দু-একদিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পাঠদান করছেন। বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে পড়াশোনার অবস্থা খুবই খারাপ। সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষকরাই এসব স্কুলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি পড়াচ্ছেন। এতে গোঁজামিল দিয়ে কোনো রকমে পাঠদান চলছে। কিন্তু এতে এই সাবজেক্ট খোলার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে। যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ায় শিক্ষার্থীরা বিষয়টি ভালোভাবে আয়ত্ত করতেও পারছে না।

প্রধান শিক্ষক বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ও দক্ষ শিক্ষক থাকা উচিত। আমরা যে শিক্ষকদের দিয়ে পড়াচ্ছি তারাও তো আসলে এখনও দক্ষ হতে পারেননি। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। আমরা শুধু সরকারের নির্দেশনা পালন করে যাচ্ছি। এই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক আবুল হাশেমও পড়াচ্ছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তিনি বলেন, আমি নিজ উদ্যোগেই কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়ে পড়াচ্ছি। মাল্টিমিডিয়ায় কনটেন্ট তৈরিতেই সময় চলে যায়। ফলে ক্লাস ভালোভাবে নেয়া সম্ভব হয় না।

তবে এ বিষয়ে একমত নন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের উপপরিচালক ড. শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী। তিনি যুগান্তরকে বলেন, প্রতিটি স্কুলের সরকার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করেছে। শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। কাজেই তারা পড়াতে পারছেন না— এমন অভিযোগ সঠিক নয়। তবে যেহেতু এখন সবকিছু ডিজিটাল, কাজেই সবাইকে আইটি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সরকার তো সবাইকে সবকিছু করে দেবে না। সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও চলবে না।

নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তানভীর আজাদ জানায়, ক্লাসে যেটুকু পড়ানো হয় সেটুকুতেই ভরসা। ফলে অনেক ব্যবহারিকের সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না। শিক্ষার্থী আসিফ আহমেদ, আতিকুর রহমান ও সাফফাত গওহর অনিক জানায়, ৫০ নম্বরের এই বিষয়টি আবশ্যিক। কিন্তু এতে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয় না। তাছাড়া থিওরি ক্লাস হলেও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হয় না। এ কারণে তারা কিছু শিখতেও পারছে না।

কাল ছাপা হবে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজ